বিচিত্রের নর্ম বাঁশিখানি

অলোক রায়

প্রেমেন্দ্র মিত্র ঠিক যতোবড়ো মাপের লেখক, ততখানি স্বীকৃতি তিনি পাননি তাঁর জীবিতকালে। তাঁর উপন্যাস বা কবিতা ছোটগল্পবা ছোটদের জন্য লেখা,প্রথম প্রকাশকালে যে উত্তেজনা সৃষ্টিকরেছিল, পরবর্তীকালে তা স্তিমিত হয়ে গেছে। তাঁকে কল্লোল-যুগের লেখক মনে করলেঅন্যায় হবে না। কল্লোল-কালিকলম-উত্তরায় তাঁর একদা-বিখ্যাতকবিতা-গল্প-উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে।আজও তাঁর প্রথমউপন্যাস 'পাঁক' (১৯২৬) বা প্রথম কাব্যগ্রন্থ'প্রথমা'র (১৯২৩) কবিতাগুলি কালগত দূরত্ব সত্ত্বেওবিস্মৃতির অতলে হারিয়ে যায়নি। তারপর দীর্ঘকাল ১৯৮৮সালে জীবনাবসান পর্যন্ত প্রায় নিয়মিত লিখেছেন। জীবিকার প্রয়োজনে হয়তো একটুবেশিই লিখেছেন(উপন্যাস-৫৪, ছোটগল্প সংকলন-২৮, কবিতা ও ছড়া-২০,কিশোর-কথাসাহিত্য-৬২, গোয়েন্দা উপন্যাস-১৭, নাটক-৭, প্রবন্ধ ওস্মৃতিকথা-৭, অনুবাদ-৬)। প্রেমেন্দ্র মিত্রের সমসাময়িক লেখকেরাকৈশোর-যৌবনে ম্যালাডি অফ দি এজ বা যুগযন্ত্রণার তাড়নায় অস্থির জীবনকাটালেও পরবর্তী জীবনে তাঁরা স্থিতি লাভ করেছেন।অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত বা বুদ্ধদেব বসু কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়মিতপড়াশোনা করেছেন,পরে চাকরি বা অধ্যাপনাবৃত্তি গ্রহণ করেছেন। সম্ভবত বন্ধুদের মধ্যে একমাত্র প্রেমেন্দ্রইছিন্ন বাধা পলাতক বালকের মতো জীবন কাটিয়েছেন। অজানা নদীর উৎস-সন্ধানে অভিযাত্রী হওয়ায়, সুদূরের আহ্বান শুনতেপাওয়ায় সাংসারিক জীবনে তিনি সাফল্য কামনা করেননি। 'কল্লোল' সম্বন্ধেঅচিন্ত্যকুমার দাবি করেছেন—'কখনো উন্মত্ত, কখনো উন্মনা। কখনো সংগ্রাম, কখনো বা জীবনবিতৃষ্ণা।প্রায় টুর্গেনিভের চরিত্র। ভাবে শেলীয়ান, কর্মে হ্যামলেটিশ।' আজকের দিনে আমাদের কাছে ছেলেমানুষি মনে হবে, কিন্তু ১৯২৪ সালে 'বিষণ্ণ ভাববিলাস' অস্বাভাবিক ছিল না। প্রেমেন্দ্র তখন অচিন্ত্যকুমারকে চিঠিতে লিখছেন,'অচিন, আমি অধঃপাতে চলেছি। তাও যদি ভাল ভাবে যেতেপারতুম। জীবন নিয়ে কি করতে চাই ভালো করে বুঝি না। যা বুঝি তাও করতে পারি না।..... বড় দুঃখ আমার এই যে কোন কাজই ভালকরে করতে পারলুম না। জীবনেরমানেও বুঝতে পারি না।..... জীবনটা যখন চলা তখন একটা দিকে ত চলাদরকার, চারদিকে সমানভাবে দৌড়াদৌড়ি করলে কোন লাভ হবে না নিশ্চয়ই। সেইপথের লক্ষ্যটা একমাত্র আনন্দ ছাড়া আর কি করা যেতেপারে, ভেবে পাচ্ছি না।' তারপর আনন্দ, সুখ,কল্যাণ নিয়ে অনেক দার্শনিকতা, কিন্তু শেষ পর্যন্ত দুর্বোধ অনধিগম্য জীবননিয়ে শুধু সংশয় — 'জীবনকে কি ঘিরে আছেএকটি বিপুল প্রচ্ছন্নবিদ্রূপ?' সেই তণ বয়সেস্বপ্ন কল্পনার নিশ্চয় অভাব ছিল না, তবু বেনামী বন্দরকে আশ্রয়-নীড় ভাবা একমাত্র প্রেমেন্দ্র মিত্রের পক্ষেই সম্ভব ছিল। ('কল্লোলে' তিনি শুধু 'বেনামীবন্দর' নামে কবিতা লেখেন নি, 'কালিকলমে' এইশিরোনামে লিখেছেন একাধিক গল্প)।

একধরনের ব্যর্থতাবোধ (অথর্ব ভাঙা জাহাজের সঙ্গে একাত্মতা)তণ লেখককে অস্থির করে তুলেছে।অথচ ঠিক কী চাইছেন তা নিজেও জানেন না। অল্পবয়সে পিতৃসঙ্গবঞ্চিত শিশুর মনে নিরাপত্তার অভাব বোধজাগতে পারে। মাতামহের গৃহে আশ্রয়পেলেও বেশিদিন তাঁর সঙ্গ পাননি, ছ'বছর বয়সে তাঁকে হারান। মা

যখন চলে গেলেন তখন প্রেমেন্দ্রর বয়সএগারো/বারো। দিদিমারস্নেহচ্ছায়ায় জীবন কাটলেও গৃহজীবনের বন্ধন সুদৃঢ় ছিল না। কৈশোর-যৌবনে অভাব-অনটন ছিল নিত্যসঙ্গী,কিছুটা নিজের স্বভাবের দোষে। জন্ম হয়েছিল কাশীতে, পরবর্তীকালেও তাঁকে কাশীবাস করতে হয়েছে, কিন্তু অনেকদিন পর্যন্ত তাঁর স্থায়ীআবাস ছিল না। শৈশবে কিছুদিনমির্জাপুরে (যতদিন দাদামশায় জীবিত ছিলেন), পরে নলহাটিতে অবস্থান। দিদিমার সঙ্গে যখন কলকাতায় এলেন, তখন মহানগরকে ভ ালোবেসেছেন। কিন্তু সেখানে বসেও নিত্য যেন 'শুনি জাহাজের ডাক সুদূর বন্দরে, ডাকে সারা রাত।' ১৯২০ সালে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষাদেওয়া পর্যন্ত তবু কিছুটা ধরাবাঁধা জীবন কাটিয়েছেন। তারপর যেন লক্ষ্যভ্রষ্ট('প্রথমা' কাব্যগ্রন্থের প্রথম কবিতা'লক্ষ্যভ্রষ্ট'— 'লক্ষ্যভ্রষ্ট পৃথিবীর ভাই সেআদিম অভি-শাপ বহি মোরা চিরদিন')— অস্থির জীবনেরসূচনা। স্কটিশ চার্চ কলেজে আর্টসনিয়ে ভরতি হলেন, কিন্তু কয়েক মাস পড়ার পর আর ভালো লাগল না। আর্টসপড়ে কি হবে! আই. এ. ছেড়ে সাউথ সুবার্বন কলেজে আই. এস. সি ক্লাসে ভরতিহলেন। কিন্তু গতানুগতিক পড়াশোনায়মন বসল না। মনে হল দেশগঠনে অংশ নিতে হলে হ াতে কলমে কাজ শিখতে হবে। শ্রীনিকেতনে কৃষিবিদ্যা ও হস্তশিল্প শেখানো হয়, সেখানে গেলেন নতুনজীবন শু করতে। কয়েকমাস পরেআবার সেই ভালো-না-লাগা। ফিরে এলেনসাউথ সুবার্বন কলেজে। এর মধ্যে কখনওপুরী, কখনও মধুপুর। অচিন্ত্যকুমারকে চিঠিতে লেখেন, 'থামিসনি, কোনদিন থামিস নি।থামব না অ ামরা, কিছুতে না। ভয় মানে থামা হতাশা মানেথামা অবিশ্বাস মানে থামা ক্ষুদ্র বিশ্বাস মানেও থামা। দেহের ডিঙা যদি তুফানে ভেঙে গুঁড়িয়ে যায়। গেল ত গেল—'হালের কাছেমাঝি আছে'। এবার ইচ্ছা হল ঢাকার মেডিক্যাল স্কুলে ডাক্তারি পড়বেন। চলে গেলেন ঢাকা। সেখানে স্থানাভাব, তাই ঢাকা জগন্নাথকলেজে ভরতি হলেন বিজ্ঞান নিয়ে পরীক্ষা দেবেন বলে। কিন্তু আবারকয়েকমাস পরে কলকাতায় প্রত্যাবর্তন। আই.এস. সি. পরীক্ষা আরশেষ পর্যন্ত দেওয়া হল না। প্রেমেন্দ্র মিত্রের কৈশোরের এই অস্থিরতা উত্তরজীবনেওতাঁকে ছেড়ে যায়নি।

অর্থোপার্জনের প্রয়োজনে সকলকেই জীবিকা গ্রহণ করতে হয়। তবেপ্রথাগত শিক্ষাগ্রহণে যেমন তাঁর আগ্রহ ছিল না, তেমনি চাকরিরক্ষেত্রেও শিক্ষকতা বা কেরা নিগিরি কোনোদিন তাঁর কাম্য ছিল না। জীবনের শেষপ্রান্তে পৌঁছেএকটি সাক্ষাৎকারে প্রেমেন্দ্র মিত্র বলেন, 'নানা চাকরি করেছি। বেশিদিন ভালো লাগে নি। তেমন অভাবও ছিল না— তবে কেন ধরেছি বাছেড়েছি ? ওই একটা অ্যাডভে ঞ্চারের মতো আর কি ! এই অস্থিরতাটা ভিতরের এলিমেন্টের উপর নির্ভর করে।আবার, যেমন আমি অস্থির ঠিক তেমনি স্থাণু। নড়তে ভালো লাগে না।'(সৌরভ পঞ্চমবর্ষপূর্তি স্মরণিকা, ২০.৯.১৯৮৭)। ঢাকা থেকে ফিরে চত্রবেড়িয়া মাইনরস্কুলে কিছুদিন সহকারী প্রধানশিক্ষকের কাজ করেন। তার পরই রাজগঞ্জে টালিখোলার ব্যবসা। বাঁধাধরা কোনও কাজ করা তাঁরপক্ষে কঠিন। দীনেশচন্দ্র সেনের অ ামন্ত্রণে রামতনু লাহিড়ী রিসার্চ অ্যাসিসট্যান্টের কাজকরেছেন, ইচ্ছা করলে এই ক্ষেত্রে আরও কিছুটা অগ্রসর হওয়া সম্ভব ছিল ।অবশ্য ততদিনে লেখা লিখির জন্য বেশ কিছু নাম হয়েছে। সেখানেও কোনওপত্রিকার সঙ্গে তাঁর দীর্ঘদিন যোগাযোগ থাকেনি-- 'কল্লোল' ছেড়ে'কালিকলম' কিংবা 'কবিতা' ছেড়ে 'নিত্ত'পত্রিকা প্রকাশের পিছনে শুধু সাহিত্যাদর্শ কাজ করেনি।

তবু পত্রিকা-সম্পাদনা কিছুটা তাঁর মনের মতো কাজ। লেখালিখির জগতেঅবস্থান। তাই জীবনের একটি পর্বেএকাধিক পত্রিকা সম্পাদনার কাজ গ্রহণ করেন। যেমন 'বাংলার কথা,' 'বঙ্গবাণী', বঙ্গশ্রী,''নবশক্তি'। তবে সংসারপ্রতিপালনের জন্য যথেষ্ট অর্থোপার্জন সেখানে সম্ভব নয়। তাই এরই সঙ্গে বেঙ্গল ইমিউনিটির বিজ্ঞাপনবিভাগে প্রচারসচিবের কাজ নিতে হয়। বিজ্ঞাপনের কপি লেখা থেকে শু করে ওষুধের প্রচারের জন্যগল্প লেখা অবশ্য বেশিদিন ভালো লাগার কথা নয়। একটা সময়ে টাকার জন্য সরকারি অনুবাদের কাজও তাঁকে করতে হয়েছে। ঠিক মনের মতো কাজকোনটি তা খুঁজতেই প্রায় কেটে গেল সারাজীবন। চলচ্চিত্রের আহ্বানেসাড়া দেয়ার পিছনে এক ধরনের অ্যাডভেঞ্চারের মনোভাব কাজ করেছে। হয়তোগোড়ায় ভেবেছিলেন ভালোগল্প নিয়ে ভাল সিনেমা করবেন। কিন্তু বাস্তবে তা সম্ভব হয় না। জনচির দিকে তাকিয়ে গল্প লিখতেহয়েছে, ছবি পরিচালনা করতে হয়েছে। কোনও ছবি বক্সঅফিস হিট্করেছে, কোনটি করেনি। তবুপ্রেমেন্দ্র মিত্র চলচ্চিত্র নির্মাণের কাজে জীবনের একটা বড় অংশ ব্যয় করেছেন। চিত্রনাট্য রচনা, সংগীত রচনা,সম্পাদনা, পরিচালনা সব ধরনের কাজইকরেছেন। চলচ্চিত্রের ব্য াপারে তাঁর আগ্রহ ও অধিকার ছিল। চাকরিকরতে হয়নি, তাই মনের শান্তিও ছিল। তবে তাঁর সাহিত্যসৃষ্টির ক্ষেত্রে চলচ্চিত্র কতটা সাহায্য করেছে সে সম্বন্ধে সংশয়আছে। শেষজীবনে তিনি চাকরি করেছেন আকাশবাণীতে,হয়তো কিছুটা নিপায় হয়ে, প্রথমে আকাশবাণী-কলকাতার অনুষ্ঠানপ্রযোজক ও পরে পূর্বাঞ্চলীয়

উপদেষ্টা হিসেবে। সারাটা জীবন কেটেছে ঝড়ঝাপটায় আহত-প্রতিহত হয়ে। এর মধ্যে লেখালিখির কাজ সহজ ছিল না। তাঁর 'সাহিত্যের নিয়তি' আর পাঁচজন লেখকের থেকে স্বতন্ত্রছিল, পরিণত বয়সে যে জন্য তিনি লেখেন,'দাসীবৃত্তি অনেক ঘরেই করেছি। ওষুধের কারবার থেকে সিনেমার মহলও বাদ যায়নি। নিষ্ঠার শুদ্ধতা কতখানি বজায় রাখতে পেরেছিজানি না, তবে ভাঙা-চোরা, দোমড়ানো তোবড়ানো অবস্থাতেও কলমটা একেবারে হাতছাড়া হয়নি, এটুকু বোধহয় অকপটে বলতে পারি।'

কলমটা কখনও হাতছাড়া হয়নি সত্য, কিন্তু কলমটা যা করতে পারত তা কি করেছে ? প্রেমেন্দ্র মিত্রের স্বভাবের মধ্যে দুটিধারা ছিল (সাক্ষাৎকারে যাকে তিনি 'অস্থির' ও'স্থাণু' বলেছেন), হয়তো একেই অচিন্ত্যকুমারের মনেহয়েছিল জিজ্ঞাসা ও নৈরাশ্য, সংগ্রাম ও অপূর্ণতার দোলাচলচিত্ততা। দুটি ধারা না বলে অনেকগুলি ধারাও বলাযায়। বহুবিচিত্র ব্যক্তিত্বে গঠিত এক শিল্পী—নিজেকে প্রকাশ করার জন্য ব্যাকুল। কবিতা গান গল্প উপন্যাস নাটকশিশুসাহিত্য— প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই কলম চলেছে দ্রুত স্বচ্ছন্দগতিতে।জীবনে যেমন বিচিত্র পথে তাঁর যাতায়াত, সাহিত্যেও তেমনি তিনি বৈচিত্র্যসন্ধানী। 'পাঁক' থেকে'মনুদ্বাদশ', 'শুধু কেরানি' থেকে 'ইকেবানা','বেনামী বন্দর' থেকে 'দশানন', ঘনাদা থেকে পরাশরবর্মা— চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। পরীক্ষানিরীক্ষা চলেছে সারাজীবন। 'চিরকালেরকবিতা' লিখতে তিনি চাননি, ক্ষণকালের হৃদয়স্পন্দনকে ধরতেচেয়েছেন, আর তাই তাঁকে লিখতে হয়—

হারিয়ে যাবার,ভুলে যাবার, মুছে যাবার।
মুহূর্তেরপরমায়ু নিয়ে নিশ্চিহ্ন হবার কবিতা।

মুখ্যত তিনি কবি। রোমান্টিককবি। রোমান্টিক কবি মানে শুধু'জীবন-শিয়রে বসি স্বপ্ন দেয় দোল' নয়, অথবা 'দূরতমনক্ষত্রের পথ আমি খুঁজি আজ' নয়। রোমান্টিক কবি বলেই তিনি কবি যত কামারের আর কাঁসারিরআর ছুতোরের, মুটে মজুরের। রোমান্টিক কবি বলেই তাঁর প্রথম উপন্যাসের নাম'পাঁক', প্রথম প্রকাশিত গল্পের নাম 'শুধুকেরানি'। বাস্তবের সঙ্গে যোগকখনও বিচ্ছিন্ন হয়নি, বরং বাস্তব বলতে চারদিকে যে অবিচার অন্যায় অসাম্যদেখেছেন, তার বিদ্ধে তাঁর সোচ্চার বিদ্রোহ। প্রেমেন্দ্র-সাহিত্যের একটি দিক হল প্রবল প্রমূর্তআদর্শবাদ—

আজ
বিকৃতক্ষুধার ফাঁদে বন্দী মোর ভগবান কাঁদে,
কাঁদে কোটিমার কোলে অন্নহীন ভগবান মোর,
আর কাঁদেপাতকীর বুকে
ভগবানপ্রেমের কাঙাল!

'দেবতারব্যর্থ জন্ম' যে হাহাকারের সৃষ্টি করে, তা থেকেই বিদ্রোহজন্ম নেয়। এখানে নজল ইসলামের সঙ্গেতাঁর মনের যোগ। তবে বেনামী বন্দরেরধারণা তাঁর একান্ত নিজস্ব—

দ্বার খোল
মোর মাঝেকোন্ প্রাণ -মহানদ
ছুটিয়াছেঅন্তহীন অসীমের লাগি ,
তাহারে চিনাও ।

এই অসীমেরআকুতি থেকেই কখনও নিজেকে লক্ষ্যভ্রষ্ট মনে হয় -

'লক্ষ্যভ্রষ্ট চিরদিন সে যে ঘুরিয়া ফেরে সূর্যেরেঅবিরাম।' প্রেমেন্দ্র মিত্রেরকবিতায় নজলের জীবন-বন্দনা পথ-বন্দনায়রূপান্তরিত হয় (জীবনের সঙ্গে পথ এখানে মিলে গেছে)—

সমস্ত পথেরগান গাইব,
সোজা ও বাঁকা,স ও চওড়া—অশেষ অসীম।
কারণ সব পথের মোহনায় যে আমার আসন।

পথের অনুষঙ্গেইকবির ভূপর্যটন নতুন তাৎপর্য লাভ করে—

সেই সব হারানোপথ আমাকে টানে,—
কেরমানের নোনামর ওপর দিয়ে,
খোরাসান থেকেবাদক্শান,
পামিরেরতুষার-পৃষ্ঠ ডিঙিয়ে, ইয়ারকন্দ থেকে খোটান।

কিন্তু কবির মধ্যেযে দ্বৈততা কাজ করে তা তাঁকে কখনও আকাশচারী করে তোলানি। এই মর্ত্যপৃথিবীর রূপরসময় চেনাজগৎতাঁকে সমানভাবে আকর্ষণ করে। পথএবং ঘরের দ্বন্দ্বে কবিজীবন উন্মথিত হয়েছে। হারানো পথ যেমন তাঁকে টানে, তেমনি গৃহকোণের মুখটুকুতাঁকে আবিষ্ট করে রাখে । 'ছাদে যেওনাক' কবিতায় এই দ্বৈতভাবটি ধরা আছে —

নিকট পৃথিবীঘিরে থাক, আর যা কিছু চেনা,
তাই দিয়ে দেখিশূন্য আকাশ আড়াল করি'
মুহূর্তগুলিমন্থন করি' উঠে যে ফেনা
তাহারি নেশায়সব সংশয় রব পাশরি'।

কিন্তুসংশয় কী এত সহজে দূর হয়! একটা অচরিতার্থতারবেদনা সমগ্র কবিজীবনকে গ্রাসকরে—

জীবনের বেড়াটার ধারে এসে দাঁড়াই যখন
শুনি তারনিশ্বাসেতে উথলায় রাতের আঁধার
শিহরায় অরণ্যগহন।
এ-বেড়া হবো নাপার।
ঘরে ফিরে গিয়েফের
হেঁসেলের গল্পনিয়ে বুকে আলো জ্বেলে মেলাবো হিসেব,
যার কাছে যতদেওয়া-নেওয়া,
পাণ্ডা ও পুলিসআর চালের আড়ত
অতীত ও বর্তমান,দূর ভবিষ্যৎ।

প্রেমেন্দ্রমিত্রের কবিতায় প্রত্যক্ষতা বেশি, তাই অনেক সময়ে ভাবব্যঞ্জনাটুকুআমরা ধরতে পারি না। তাঁর কবিতাসম্বন্ধে কিছু ভুল ধারণা তিনি নিজেই তৈরি করেছেন, যেজন্য একসময়েজনপ্রিয় হওয়া সত্ত্বেও অনেকদিন থেকে সমালোচকেরা কবি হিসেবে তাঁকেযথাযোগ্য মর্যাদা দিতে কুণ্ঠিত। অশ্রুকুমার সিকদারের যখন

মনে হয়(১৯৮৯)—'প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিতায় নেই উৎকণ্ঠা, নির্বেদও হতাশা-জড়ানো নিঃসঙ্গতাবোধ, নেই সমাজ তথা যুক্তিবাদের বিরোধিতা',তখন তার মধ্যে যেন দীপ্তি ত্রিপাঠীর অভিযোগের (১৯৫৮)প্রতিধবনি শোনা যায় —'তিনি চিরকাল ভগ্ন হৃদয়েলাঞ্ছিতদের জন্য স্বপ্ন স্বর্গের অনুসন্ধান করেছেন, কিন্তু কি করেমর্ত্যে তার প্রতিষ্ঠা সম্ভব, বা আদৌ সম্ভব কিনা বা কাব্যরচনায় সে প্র প্রাসঙ্গিক কিনা সে বিষয়ে আধুনিক কবিদের মতো নিরলস চিন্তাকরেননি।.. মনে হয়কবি শিষ্ট, সভ্য অথচ নিষ্ঠুর এবং যান্ত্রিক নগরসভ্যতার বাইরে একটি ব্যাপ্তির জন্য আকুল হয়ে উঠেছেন। কিন্তু মধ্যবিত্ত জীবনের নোঙর এত শক্ত যেতাঁর দিগন্ত-পিপাসা মিটছে ন া। সম্ভাবনার কূল কোথায় সে সম্বন্ধে তাঁর কোন প্রনেই। উদ্দেশ্যহীনভাবে তিনি শুধুপলাতক হতে চাইছেন এই সংকীর্ণ জীবন থেকে....।' কথাগুলো সম্ভাবতসত্য নয়। তবে প্রেমেন্দ্র মিত্রেরকবিতা সম্বন্ধে সমালোচকদের মনে যে আপত্তিবোধ লুকিয়ে আছে, তা দীপ্তিত্রিপাঠীর সিদ্ধান্তবাক্যের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে— 'এককথায় আধুনিক কাব্যের জটিল গ্রন্থিলতা থেকে তাঁর কাব্য মুক্ত'।বলাবাহুল্য আধুনিকতার এই ধারণা সর্বমান্য নয়, আর প্রেমেন্দ্র মিত্র যদি'আধুনিক কবি নাও হন, তাহলে তাঁর কাব্যের আবেদন কমে যায় না। কিন্তু লক্ষণীয় যে,। আধুনিক কবি ওসমালোকদের মধ্যে সঞ্জয় ভট্টাচার্য ছাড়া আর কেউ প্রেমেন্দ্র মিত্রকে কবিহিসেবে যথাপ্র াপ্য মর্যাদা ও স্বীকৃতি দেননি।

স্কুলে পড়বারসময়ে চোদ্দ বছর বয়সে প্রেমেন্দ্র মিত্র উপন্যাস লেখা শু করেন, যদিও সেইউপন্যাসটি সম্পূর্ণ করে ছেপে বার করতে সময় লাগে আরও সাত বছর। সারা জীবনে এরপর আরও পঞ্চাশটির বেশিউপন্যাস লেখেন। নিশ্চয়উপন্যাসগুলির পাঠক ছিল, তা না হলে প্রকাশক ছাপতেন না। আজকের দিনের পাঠক এসব উপন্যাসের খবররাখেন কিনা সন্দেহ। 'পাঁক' উপন্যাসটি বস্তিজীবন এবং'অপজাত ও অবজ্ঞাত মনুষ্যত্বের জনতা নিয়ে লেখা হলেও কিশোর সুলভরোমান্টিক দিবাস্বপ্নে ভরপুর।' ঐতিহাসিক মূল্য কিছুথাকলেওথাকতে পারে, কিন্তু উপন্যাস হিসেবে তেমন কিছু নয়। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 'বঙ্গসাহিত্যেউপন্যাসের ধারা'র পঞ্চম সংস্করণে (১৯৬৫) লেখেন 'বড়উপন্যাস-রচনায় প্রেমেন্দ্র তাঁহার শক্তির অনুরূপ সাফল্য এখনও লাভকরিতে পারেন নাই। লেখক এখনওএ-বিষয়ে পরীক্ষ ামূলক অনুসন্ধান কার্যে ব্যাপৃত আছেও মনে হয়—সাধনার দুর্গম পথ অতিক্রমেরপর সিদ্ধি এখনও তাঁহার করায়ত্ত হয় নাই'। ১৯৬৫ সালের মধ্যে প্রেমেন্দ্র মিত্রেরছত্রিশটি উপন্যাস বেরিয়ে গেছে। সরোজবন্দ্যোপাধ্যায় 'কল্লোলে'র লেখকদের মধ্যে প্রেমেন্দ্রে র'পাঁক', 'উপনয়ন', 'মিছিল'-কে উল্লেখ্য উপন্যাসবললেও, শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত করেন, 'বাংলাসাহিত্যেছোটগল্পের যিনি রাজা, শুদ্ধ প্রচেষ্টা সত্ত্বেও কেন অকিঞ্চিৎকরতা অবশ্য তিনি ব্যাখ্যা করেন না। উপন্যাস লেখার জন্য একধরনের স্থিরতার প্রয়োজন,শুধু একটা গল্পের আভাস মাত্র নায়, তাকে পূর্ণায়ত রূপ দেওয়ার প্রয়োজন। প্রেমেন্দ্র মিত্র জানতেন লেখালিখিএকটা'দায়'— জীবনের বিরাট বিপুল দায়। কিন্তু এমন কিছু তাঁকে লিখতে হয়েছে, যারপিছনে সেই দায় বাআভ্যন্তর প্রেরণা ছিল না। অর্থাৎ 'সামনে ও পেছনের এই দুর্ভেদ্যঅন্ধকারে দুর্ভেদ্য পণ্যময় জীবনের কথা জীবনের ভাষায় বলরা বিরাট বিপুলদায়' অনুভব করেও দায়িত্ব পালনে তিনি অপারগ। অচ্যুত গোস্বামীর মনে হয়েছে 'সাহিত্যতাঁকে খ্যাতি দিয়েছিল, পয়সা দেয়নি। পয়সার জন্য তিনি সিনেমার গল্প লিখতে শু করেন, এবং হয়তোসিনেমার গল্প লিখতে লিখতেই এক সময়ে তাঁর সাহিত্যের কলম ভোঁতা হয়েগিয়েছিল। পরবর্ত্তী জীবনে তিনি কিছুউকৎকৃষ্ট গল্প বা উপন্যাস রচনা করেছেন বলে আমার জানা নেই।..... প্রেমেন্দ্র মিত্রও অ ার একবার করে প্রমাণ দিলেন যেসাহিত্য শুধু লিপিকুশলতা নয়, তার মধ্যে প্রেরণা বলেও কিছু একটা জিনিসআছে'। (১৯৬৮)। আসলে লিপিকুশলতা এক জিনিস, কিন্তু বড়কিছু সৃষ্টির প্রেরণা বা দায় তাঁর ছিল না। ঘনাদা সম্ভব, পরাশর গোয়েন্দাও অসম্ভব নয়। কিন্তু নির্মাণ আর সৃষ্টি এক নয়।

শেষ পর্যন্তথাকে কিছু অসামান্য ছোটগল্প। প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিতার কিছু লাইন যেমন মনের মধ্যে দাগকেটে যায়, তেমনি তাঁর কিছু ছোটগল্প চেষ্টা করেও ভুলতে পারাযায় না। অথচ সেখানে কবি এসেগল্পকারের হাত ধরেছেন এমন কথা বলা যায় না। আবহ সৃষ্টিতে কবিপ্রতিভার স্পর্শ থাকতে পারে, কিন্তুতাঁর গল্প সাধ ারণভাবে গীতিধর্মী নয়। 'বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে,' 'পুন্নাম','পোনাঘাট পেরিয়ে', 'সংক্রান্তি', 'মোটবারো', 'হয়ত'— সবগুলি সমান নিষ্ঠুর গল্প নয়,তবে সর্বত্র সেই গে াটা মানুষের মানে খোঁজার প্রয়াস। গল্পকারের সন্ধানী দৃষ্টি তাঁর ছিল,যা—

সব জনতার মাঝে বুঝিমিশে থাকে,
ছিলচিরকাল

তবু তারে কারো মনেনেই।

প্রেমেন্দ্রমিত্রের কবিতা ও ছোট গল্পের স্থায়ী সাহিত্যমূল্য অনস্বীকার্য। হয়তো সব কবিতা, সব গল্প সমান রসোত্তীর্ণনয়। বিশেষত উত্তর জীবনের রচনা। এর একটা কারণ সম্ভবত খণ্ডিত ব্যক্তিত্ব। সৃষ্টির বহুমুখিতা যেমন বিস্ময়েরউদ্রেক করে, তেমনি দৃষ্টিকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করে। প্রেমেন্দ্র মিত্রের রচনার বৈচিত্র্য এবংব্যাপ্তি তাঁর যথার্থ পরিচয়গ্রহণে কখনও বাধা হয়ে ওঠে। সাহিত্যের ঐক্যতান সংগীত সভায় একতারানিয়ে তাঁর আবির্ভাব ঘটেনি। বিচিত্রের নর্ম বাঁশিখানি তাঁর হাতে। তাঁর প্রতি যে অবিচার হয়েছে, এতদিন জন্মশতবর্ষেতার প্রায়শ্চিত্ত করতে চাই আমরা। 'নির্বাচিত প্রেমেন্দ্র মিত্র' প্রকাশেরএকান্ত প্রয়োজন আছে, তাঁর যথার্থ পরিচয় গ্রহণের জন্য।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com